মাঘ মাসে বেলা দেড় প্রহর সময়।
অগ্নি লেগে বাড়ী তার দগ্ধ হ'য়ে যায়।।
দশ বিঘা জমির যে ধান্যগোলা সহ।
ঘর দ্বার শয্যা সব হ'য়ে গেল দাহ।।
হুঁহু শব্দে অগ্নি যদি উঠিলেন জ্বলি।
তার মধ্যে বুদ্ধিমন্ত ঘৃত দিল ঢালি।।
করজোড়ে গলে বস্ত্র বলেছে বচন।
'শ্রীমুখের নিমন্ত্রণ করুণ ভোজন।।
তারপর ওড়াকান্দী গেল দু'টি ভাই।
শ্রীধামে বলিল গিয়া মহাপ্রভু ঠাঁই।।
বলে 'ওহে মহাপ্রভু! হইয়াছে ভাল।
বাড়ী পুড়ে গেছে এবে লক্ষ্মীপুর চল।।
লক্ষ্মীকান্ত চল যাই লক্ষ্মীপুর গ্রাম।
পরম আনন্দে সবে ল'ব হরিনাম।।
পোড়া বাড়ী শীতল করিতে কেহ নাই।
সে জন্য তোমাকে নি'তে আসি দু'টি ভাই।।
চল চল মহাপ্রভু ল'য়ে দলবল।
কৃপাবলি সিঞ্চনে করুন সুশীতল।।'
শুনি মহাপ্রভু আর বিলম্ব না কৈল।
লক্ষ্মীপুর গ্রামে হরি উপনীত হৈল।।
ঠাকুরকে লয়ে বাড়ী যায় দুটি ভাই।
বলে হরিবল রে সুখের সীমা নাই।।
প্রভু সেবা শুশ্রূষাদি করে ভাল মতে।
পাঁচসিকা প্রণামী দিলেন শ্রীপদেতে।।
এক জোড়া নববস্ত্র আনিয়া তখন।
আদরে চাঁদর ধুতি করিল অর্পণ।।
প্রেমানন্দে ভাসে, নাই সুখের অবধি।
প্রভুকে রাখিয়া এল ক্ষেত্র ওড়াকান্দী।।
বিংশজন ভক্ত ছিল মহাপ্রভু সঙ্গে।
আসিতে যাইতে নাম করে নানা রঙ্গে।।
শ্রীহরির কৃপা দৃষ্টি যাহার উপর।
সংসারের চিন্তা আর থাকে না তাহার।।
আদেশ করিল প্রভু ভক্তগণ প্রতি।
সকলে করহ দয়া বুধকে সম্প্রতি।।
বুধইর বাটী পূর্বে যত ঘর ছিল।
ঠাকুর-কৃপায় তার দ্বিগুণ বাড়িল।।
পোড়া ধান্য অবশেষে যাহা কিছু ছিল।
তাহাতে সংসার ব্যয় স্বচ্ছন্দে চলিল।।
তারক পারগ হেতু দয়িত পাগল।
কবি কহে হরিবল যাবে ভবগোল।।
মহানন্দ চিদানন্দ গ্রন্থ বিরচিত।
ভূলোক আলোক শ্রীগোলোক পুলকিত।।

ভক্ত বুদ্ধিমন্তের সরল প্রেম

পাগলের বরেতে সাহসে করি ভর।
আর এক প্রস্তাব লিখিব অতঃপর।।
বুদ্ধিমন্ত সাধুজীর চরিত্র পবিত্র।
রচনা করিতে মম শক্তি নাই তত্র।।
জয়নগর বন্দরে গিয়াছে বুধই।
হাই ছাড়ে সদা 'বাবা হরিচাঁদ কই?'
জোনাসুর কুঠির উপর দিয়া পথ।
সে পথে যাইতে দেখে বেগুনের ক্ষেত।।
একে তো কার্ত্তিক মাস কুঠির উপরে।
নীল, গজা খড়ি পোড়াইত যথাকারে।।
বহুদিন পঁচে পঁচে মাটি হল সার।
নুতন বেগুন গাছ তাহার উপর।।
ধ'রেছে বেগুন মাত্র তোলা নাহি আর।
নুতন বেগুন সব দেখিতে সুন্দর।।
'বুনো' জাতি তারা ক্ষেত করিয়াছে ভাল।
নব নব বেগুনে করেছে ক্ষেত আলো।।
দেখি দুই তিন বন্দে বেগুন উত্তম।
তার মধ্যে এক বন্দ অতি মনোরম।।